উম্মত ও উলামাগণের ইজমা ঃ

প্রথা ও অনুষ্ঠান হিসাবে নূতন হলেও মিলাদ ও কিয়ামের মূল ভিত্তি হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ! কেননা রোজে আজলে আল্লাহ তায়ালা মিলাদ বর্ণনাকালে আম্বিয়ায়ে কেরামের মাহফিলের ইনতেজাম করেছিলেন এবং নিজে ছিলেন সভাপতি। অনুরূপভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম আপন আপন উম্মতের মাহফিলে মিলাদুন্নবীর আলোচনা করেছেন বলে কোরআনেই সুরায়ে সাফ ২৮ পারায় উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে (৬০৪ হিজরী) শুধু আনুষ্ঠানিকতার বিষয়টি নূতন হওয়ার কারণে বিদআতে হাসানা ও মোস্তাহাব-এর পর্যায়ভুক্ত হয়েছে বলে সকল উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ কারণে মিলাদ ও কিয়াম সকল উলামায়ে কেরামের ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সর্বত্র অনুসৃত। মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর উলামাদের ইজমার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কোরআন মজিদে-এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۰

سُوْرَةُ نِسَاءَ اٰيت- ١١٥

অর্থাৎ "রাসুলের কাছে হেদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পরে যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করে— এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে যে কেউ বলে, আমি তাকে ঐ পথেই চালাবো- যে পথ সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্থান"। সুরা নিসা আয়াত ১১৫।

উক্ত আয়াতে রাসুলের বিরোধিতা এবং মুসলমানদের অনুসৃত ঐক্যমতের বিরোধিতা- উভয়টির পরিণামই জাহান্নাম। মিলাদ ও কিয়াম সকল মুসলমানের অনুসৃত পথ। সুতরাং-এর বিরোধিতার পরিণামও ভয়াবহ। সকলের অনুসৃত পথকে ইজমায়ে উম্মত বলা হয়। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ "আমার সকল উম্মত একটি গোমরাহীর কাজে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না"। সুতরাং মিলাদ ও কিয়াম যে গোমরাহী নয়- সকল উম্মতের দ্বারা তা অনুসৃত ও গৃহীত হওয়াই-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নূরুল আনওয়ার গ্রন্থে ইজমা অধ্যায়ে উপরের আয়াতকে ইজমায়ে উম্মতের একটি অকাট্য দলীল হিসাবে পেশ করা হয়েছে। একবার কোন বিষয়ে ইজমা হয়ে গেলে পরবর্তী যুগে কেউ-এর বিরোধিতা করলে বা ইখতিলাফ করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবেনা- বলে উক্ত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে- যদিও বিরোধিদলের সংখ্যা পরবর্তীকালে বেশীই হোক না কেন। পরবর্তী কালে মিলাদ ও কেয়ামের বিরুদ্ধে মালেকী মাযহাবের শেষ যুগের একজন আলেম আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী মালেকী মিলাদ ও কিয়ামকে বিভিন্ন কারণে নিকৃষ্টতম বেদআত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন- গান-বাজনার সংযোজন, মেয়েলোকদের বেপর্দায় উপস্থিতি, উচ্চস্বরে তাদের না'ত পাঠ করা ও কসিদা পাঠ করা— ইত্যাদি। এগুলো তার যুগে মিলাদ ও কেয়ামের মধ্যে অনুপ্রবেশের কারণেই তিনি সে যুগের প্রচলিত মিলাদ কেয়ামকে নাজায়েয বলেছেন। মালেকী মাজহাবের অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম সহ চার মাজহাবের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম তাজুদ্দীন ফাকেহানীর উক্ত ফতোয়া খন্ডন করে মিলাদ-কেয়ামের পক্ষে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনে হাজর আসকালানী ও জালালুদ্দীন সুয়ুতি তাদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং কিছু কারণে তাজুদ্দীন ফাকেহানীর বিরোধিতা ইজমার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে না।

মিলাদ ও কিয়ামের মূল ভিত্তি (এক নজরে)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের মূল ভিত্তি হচ্ছে কোরআন ও হাদীস। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা রোজে আজলে আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্মেলন ডেকে নবী করিম (দঃ)-এর শান-মান, তাঁর উপর ঈমান আনয়নের প্রয়োজনীয়তা, দুনিয়াতে তাঁর আগমনী বার্তা প্রচার করা— ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঐ মাহফিল পরিচালনা করেছিলেন। সুরা আলে-ইমরানের ৮১-৮২ নং দীর্ঘ দুটি আয়াতে আল্লাহ পাক এ মিলাদ অনুষ্ঠান করার ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান স্বয়ং আল্লাহর সুন্নাত বা তরিক্বা। মাহফিলটি ছিল নবীগণের। যা-তা মাহফিল নয়। সুতরাং কেয়ামসহ মিলাদ মাহফিল করা নবীগণেরও সুন্নাত বা তরিক্বা। এই মাহফিল ছিল হুজুর আকরাম (দঃ)-এর আবির্ভাবের কোটি কোটি বছর পূর্বেকার। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম দুনিয়াতে এসে তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রধান দায়িত্ব হিসাবে হুজুর (দঃ)-এর সানা সিফাত কেয়াম অবস্থায় বর্ণনা করেছেন এবং শেষ যুগে তাঁর আবির্ভাবের (মিলাদের) আগাম শুভ সংবাদ ঘোষণা করেছেন। হযরত আদম (আঃ) নিজ পুত্র শীস পয়গাম্বরকে নসিহত ও অসিয়তের মাধ্যমে নবীজীর নূরের তাজীম করতে বলে গেছেন। তখন ঐ নূরে মোহাম্মদী (দঃ) ছিল হযরত শীসের ললাটে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে নিয়ে খানায়ে কাবার কাজ শেষ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নবী করিম (দঃ)-এর মিলাদ বা আবির্ভাবের জন্যে খোদার কাছে মুনাজাত করেছিলেন। রাসুলে পাকের শান,

www.sunnibarta.com

মান ও বিভিন্ন পদমর্যাদার উল্লেখ করে তিনি আরবদেশে হযরত ইসমাইলের (আঃ) বংশে নবীজীকে প্রেরণের জন্য খোদার কাছে আরজি পেশ করেছিলেন। এটা হয়েছিল কেয়াম অবস্থায় (সূত্র ইবনে কাছির বেদায়া ও নেহায়া, ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠা)। সুতরাং মিলাদ ও কিয়ামের মূল প্রমাণ ও ভিত্তি পাওয়া যায় কোরআন মজিদের সুরা বাক্বারার ১২৯ নম্বর আয়াতে। আর এই মিলাদ ও কিয়ামের বয়স হলো নবীজীর জন্মেরও চার হাজার বছর পূর্বে। সুতরাং মিলাদ ও কিয়ামের প্রচলন নবীজীর পরে নয় বরং জন্মের বহু পূর্ব হতে। মিলাদ ও কিয়ামের জন্য নবীজীর উপস্থিতি কোন শর্ত নয়। মিলাদ ও কিয়াম হচ্ছে আগমনী শুভ সংবাদে নবীজীর প্রতি তাজীম প্রদর্শন করা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পর হযরত ইছা (আঃ) নবী করিম (দঃ)-এর মিলাদ পাঠ করেছেন বনী ইস্রাইলকে নিয়ে। তাদের মাহফিলে ভাষণরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন- "আমি এমন এক মহান রসুলের আবির্ভাবের শুভ সংবাদ তোমাদেরকে দিচ্ছি- যিনি আমার পরেই আগমন করবেন এবং তাঁর পবিত্র নাম হবে আহমদ (দঃ)"। সুরা আস-সাফ ৬ নম্বর আয়াতে এই মিলাদ মাহফিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল জেরুযালেমে এবং নবীজীর জন্মের ৫৭০ বৎসর পূর্বে। সুতরাং আমরা গভীর পর্য্যালোচনায় দেখতে পেলাম- মিলাদ ও কিয়াম যে কোন আকৃতি ও প্রকৃতিতেই হোকনা কেন- তা হচ্ছে নবীগণের সুন্নাত। আকৃতি ও প্রকৃতি যুগে যুগে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হতে পারে- কিন্তু মূলনীতির কোন পরিবর্তন হতে পারেনা। যেমন- জেহাদ ও রণকৌশল পরিবর্তন হতে পারে এবং তার উপাদানও পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু মূল জেহাদ ও যুদ্ধের নীতিমালার কোন পরিবর্তন হতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) নিজেই নিজের মিলাদ পাঠ করেছেন সাহাবীদের নিয়ে। সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে মিম্বারে দাঁড়িয়ে, এমন কি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তিনি দন্ডায়মান অবস্থায় তাঁর পবিত্র বেলাদতের দিন তারিখ ও বংশ মর্য্যাদা বয়ান করেছেন এবং নিজের উপর নিজে দরূদ ও সালাম পাঠ করেছেন। যেমন আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, শিফা শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে— "হুজুর (দঃ) ভাষণ দানরত অবস্থায় তাঁর নূরের সৃষ্টি, দুনিয়াতে নবীগণের মাধ্যমে তাঁর আগমন, তাঁর বংশ মর্য্যাদা এবং বংশ তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মসজিদে প্রবেশ কালে প্রথমে নিজের উপর দরূদ শরীফ ও তার পর মসজিদে প্রবেশের দোয়া পাঠ করেছেন। (কিতাবুশ শিফা দরূদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মসজিদে প্রবেশ কালে তিনি বলতেনঃ "সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ— আল্লাহুম্মাফতাহলী-আবওয়াবা রাহমাতিকা"। অনুরূপভাবে মসজিদ থেকে বের হতে পাঠ করতেনঃ "সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ- আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা মিন ফাদ্লিকা"। (শিফা শরীফ)। উল্লেখ্য যে, তিনি কেয়াম বা দন্ডায়মান অবস্থায়ই এই দরূদ ও দোয়া পাঠ করতেন। মুসলমানগণও তাঁর পবিত্র আগমনী বর্ণনা আদ্যোপান্ত পাঠ করে শুভ সংবাদের শুকরিয়া স্বরূপ তাজীমের সাথে কেয়াম করে এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করে থাকেন। ইহাই প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম। সুতরাং যারা মিলাদ ও কিয়ামকে খারাপ বলে মনে করে, তারা প্রকারান্তরে খোদা,-নবী ও রাসুলগণকেই খারাপ বলে ও সমালোচনা করে। সাহাবায়ে কেরামগণের মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের ধরন ও

www.sunnibarta.com

নিয়ম সম্পর্কে আমার পুস্তক "ঈদে মিলাদুন্নবী"তে বিস্তারিত দলীলসহ আলোচনা করেছি। ইতিপূর্বেও অত্র পুস্তকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। কোরআন ও হাদীসে মিলাদ এবং কিয়ামের মূল সূত্র বর্ণিত হয়েছে মাত্র। পরবর্তীকালে যুগের চাহিদা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে মিলাদ ও কিয়ামের পৃথক মাহফিলের প্রচলন শুরু হয়েছে। যেমন প্রচলন হয়েছে জামাতের সাথে বিশ রাকআত তারাবিহ, কোরআন একত্রিকরণ, কোরআন সংকলন, জুমুয়ার প্রথম আজান, আরবী ব্যাকরণ, কোরআনের নোকতা ও হরকত সংযোজন, রুকু, পারা মনজিল ইত্যাদি- যা নবীযুগে ছিলনা। নবী যুগের পরে সংযোজিত হওয়ার কারণে এগুলো বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত, কোনটি মোস্তাহাব হয়েছে। তারাবিহ জামায়াতের সাথে প্রচলন করেছেন হযরত ওমর (রাঃ) এবং এটি সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। জুমার প্রথম আজান প্রচলন করেছেন হযরত ওসমান (রাঃ) এবং এটি সুন্নাত। আরবী ব্যাকরণ প্রচলন করেছেন হযরত আলী (রাঃ) এবং এটি শিক্ষা করা ওয়াজিব। কোরআনের নোকতা, হরকত সংযোজন করেছে হাজজাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া শাসক ৮৬ হিজরীতে এবং এটা মোস্তাহাব। সব মিলিয়ে এগুলোকে বিদআতে হাসানা বলা হয়। তাই বলে কি এগুলো পরিত্যাজ্য? কখনও নয়। মিলাদ এবং কিয়ামের প্রচলনও অনুরূপভাবে মোস্তাহাব পর্য্যায়ের বিদআত- যদিও তা ৬০৪ হিজরীতে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) বলেন ঃ

اِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ مُتَّفَقٌ عَلٰى نَدْبِهَا وَعَمَلُ الْمَوْلِدِ وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذَالِكَ اَىْ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ (تَفْسِيْرِ رُوْحُ الْبَيَانِ صفحة ٥٦ جلد-٩

অর্থ ঃ বিদআতে হাসানার কাজ মোস্তাহাব হওয়ার উপর সকল ওলামার ঐক্যমত হয়েছে এবং মিলাদ শরীফের আমল এবং উহার উদ্দেশ্যে লোকদের মাহফিল করাও অনুরূপ মোস্তাহাব। তাফসীর রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৬।